দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

22 (৩৭)

ঢাকা ভার্সিটিতে উত্তেজনা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত ২১ জন নেতা-কর্মীর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগে (শা-অ) যোগদানের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এ ঘটনা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলসহ অন্যান্য ছাত্র

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে উত্তেজনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সংগঠনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

ডাঃ মিলন হত্যা মামলার আসামীদের ছাত্রলীগে (শা-অ) আশ্রয় দেয়ার প্রতিবাদে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সংঘর্ষের আশংকায় ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার সাবেক ছাত্রদল নেতা গোলাম ফারুক অভির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পরিচিত বেশ কিছু ছাত্রদল নেতা ও কর্মী ছাত্রলীগে (শা-অ) যোগ দেয়। এদের মধ্যে ডাঃ মিলন হত্যা মামলার অন্যতম আসামী মাসুদ, সজল এবং জুয়েলও রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ (না-শ) এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

ডাকসু ভবনের সামনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের একটি ছাত্র সংগঠনে আশ্রয় দেয়ার এই ঘটনা শহীদের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। ছাত্রদল নেতা ইলিয়াস আলী, আলী আক্কাস নাদিম, হাবিব-উল-নবী সোহেল প্রমুখ সমাবেশে বক্তৃতা করেন। ইলিয়াস আলী বলেন, শেখ হাসিনার মত একজন সম্মানিত নেত্রী ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের সংগঠনে আশ্রয় দিয়েছেন এটা গোটা জাতির জন্য একটি লজ্জাজনক ঘটনা। ছাত্রনেতৃবৃন্দ সমাবেশে আরও বলেন, ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের ক্যাম্পাসে পুনর্বাসনের চেষ্টা যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা [illegible]

ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের ছাত্রলীগে (শা-অ) আশ্রয় দেয়া এবং পুনর্বাসন করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ছাত্রলীগের (না-শ) উদ্যোগে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মধুর ক্যান্টিনের সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সংগঠনের নেতা রোকনুজ্জামান রোকন এবং আবুল হোসেন বক্তৃতা করেন। তারা বলেন, ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে ৯০ এর গণ আন্দোলনের চেতনার মূলে কুঠারঘাত করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহবায়ক এবং ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান ও জিএস খায়রুল কবীর খোকন এক যুক্ত বিবৃতিতে ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের ছাত্রলীগে (শা-অ) আশ্রয় দেয়ার নিন্দা করে বলেছেন, এ ঘটনা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য তথা ছাত্র আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্যকে কলংকিত করেছে। তিনি বলেন, ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃতদের ছাত্রলীগে অন্তর্ভুক্ত করে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা জাতির বিবেক ও ছাত্রসমাজকে হতবাক করে দিয়েছেন।

ডাকসুর ভিপি ও জিএস তাদের বিবৃতিতে আরও বলেন, হত্যা, সন্ত্রাস ও নানাবিধ অপকর্মের সঙ্গে জড়িত এই কুচক্রী মহল বিগত গণঅভ্যুত্থানে জাতীয় শত্রু হিসাবে গোটা জাতির বিবেকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সকল মহলের ঘৃণা ও ধিক্কার লাভ করেছেন। তারা ডাক্তার মিলনের খুনীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক শফী আহমদ এক বিবৃতিতে ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের ক্যাম্পাসে পুর্ণবাসনের চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং তা প্রতিহত করার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

ছাত্রঐক্যের সভা

বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতাদের ছাত্রলীগে (শা-অ) যোগ দেয়ার ফলে ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য [illegible] ইতিপূর্বে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সিদ্ধান্ত ছিল, ডাঃ মিলনের খুনী এবং এরশাদ সরকারের সহযোগীদের কোন ছাত্র সংগঠনে আশ্রয় দেয়া হবে না। বৈঠকে মূলত এ বিষয়েই আলোচনা হওয়ার কথা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সভার কাজ চলছিল।

দুইজনের প্রতিবাদ

ডাকসু সদস্য সাজেদুল আলম মামুন এবং ছাত্রদল নেতা নুরুন্নবী লিটন পৃথক বিবৃতিতে তাদের ছাত্রলীগে (শা-অ) যোগদানের খবরের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সাজেদুল আলম মামুন বিবৃতিতে বলেন, অতীত বিগত স্বৈরাচার এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মহলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শহীদ জিয়ার ১৯-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। আমার ছাত্রলীগে যোগদানের খবর বিভ্রান্তিমূলক এবং আমার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপপ্রয়াস মাত্র। নুরুন্নবী লিটন পৃথক এক বিবৃতিতে ছাত্রলীগে যোগদান সম্পর্কিত খবরের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, আমি ছাত্রদলের একজন বলিষ্ঠ কর্মী এবং শহীদ জিয়ার আদর্শের সৈনিক। আমার ছাত্রলীগে যোগদান সম্পর্কিত খবর সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।